ISSN-1605-7023

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা
নবম বর্ষ সংখ্যা
কার্তিক ১৪১১/নভেম্বর ২০০৪

প্রাইমারী শিক্ষকদের পিটিআই'তে প্রশিক্ষণের তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক দিক : একটি সমীক্ষা

মুন্সী মুর্তজা আলী*

মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম**

Abstract: *Primary education keeps an widespread role in developing competent citizen in any country and for developing the quality of primary education, training is essential. Training is a part of the process of development that advances and maintains individuals within an organisation. Teachers, the prime-mover of any academic institution, need to be trained preperly in order to get skilled human resource to face the challenges of global development. In this circumstance to make primary teachers trained, fifty four (54) Primary Training Institutes [including one (1) Non-goverment P.T.I] have been established in Bangladesh. In that queue in 1984 a Primary Training Institue was established at Kushtia to train the primary teachers up. Kushtia P.T.I. is contributing an important role in providing training to the primary teachers. In the context of Bangladesh, in spite of having a huge number of primary training institutions and well-trained primary teachers, there is a perpetual lacking in utilizing the knowledge gained by the teachers through training. Numerous problems can be responsible for not materializing the knowledge of training in real world. Problems may be teachers lack in positive attitude, shortage of teachers, huge students in a class etc. The paper attempts to explore the underlying problems in application of training knowledge in different primary schools.*

ভূমিকা

প্রশিক্ষণ হচ্ছে উন্নয়ন প্রক্রিয়ার একটি অংশ যা ব্যক্তিকে সংগঠনের মধ্যে উন্নত এবং মানসম্মত করে তোলে।[১] কর্মী প্রশাসনের একটি উল্লেখযোগ্য মৌল বিষয় হল প্রশিক্ষণ। অপরাপর যে কোন ক্ষেত্রের মত সরকারি প্রশাসনের উন্নয়নেও প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। বর্তমান রাষ্ট্রকাঠামোর ব্যাপক বিস্তার এবং রাষ্ট্র যন্ত্রের দায়িত্ব ও কার্যাবলীর ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব গুণগত পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে আধুনিক কল্যাণমূলক রাষ্টে সরকারি প্রশাসনের দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ একটি অনিবার্য চাহিদা হিসাবে পরিগণিত হচ্ছে। যে কোন সরকারের দক্ষতা ও

১. *Jay M. Shafriz, Albert C. Hyde & David. H. Rosenbloom : Personnel Management in Government. Politics & Process. MARCEL DEKKER Inc. 270 Madison Avenue, Newyork, 1981, P-353*

* *প্রভাষক, রাষ্ট্রনীতি ও লোক প্রশাসন বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া*

** *সহকারী শিক্ষক, ৭০ নং বেড়বাড়াদী সরকাররি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কুষ্টিয়া সদর, কুষ্টিয়া, বর্তমানে প্রধান শিক্ষক, নরহরিদিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, কুষ্টিয়া সদর)।*

কৃতিত্বের মান নির্ধারিত হয় শাসিতের আস্থাভাজন লোক প্রশাসন ব্যবস্থার দক্ষতা ও কৃতিত্বের দ্বারা। শাসিতদের আস্থার মূল উৎস হচ্ছে কর্মসূচি বাস্তবায়নে প্রশাসনের সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ, সময়মত পদক্ষেপ গ্রহণ ও দায়িত্বশীলভাবে পদক্ষেপ গ্রহণ আর এসবের সুষ্ঠু ভিত্তি হচ্ছে সুসংগঠিত প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা।[২] প্রশাসনিক ব্যবস্থায় প্রত্যেক কর্মকর্তার জন্য নির্দিষ্ট হয় বিশেষ বিশেষ কর্ম। এক্ষেত্রে সাফল্যের চাবিকাঠি হল কর্মকর্তাদের দক্ষতা- আর দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণই মূল উপায়।[৩] সরকারি কর্মকর্তা বা কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণই একমাত্র কার্যকর হাতিয়ার। তাই সরকারি কার্যক্রমে দক্ষতা সৃষ্টিতে এবং বর্তমান কল্যাণমূলক রাষ্ট্রে অধিকতর জনসেবা নিশ্চিত করতে প্রশিক্ষণের বিকল্প নেই। অভিজ্ঞতাই হচ্ছে সর্বোত্তম শিক্ষক। আর অভিজ্ঞতা অর্জনের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। বাংলাদেশে সকল সরকারি এবং অনেক বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মীদের দক্ষ করে গড়ে তোলা হয়। তেমনি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এমন ভাবে দক্ষ করে তোলার ব্যবস্থা করা হয় যার মাধ্যমে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ তাদের প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কোমলমতি শিশুদের সঠিকভাবে এবং যুগোপযোগী করে গড়ে তুলতে পারে। এই জন্য প্রাইমারী শিক্ষকদেরকে দক্ষ করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে তাদের প্রশিক্ষণের জন্য প্রাইমারী ট্রেইনিং ইনষ্টিটিউট (পি.টি.আই) গড়ে উঠেছে।

প্রাইমারী শিক্ষা ও ট্রেইনিং

আজকের শিশু আগামী দিনের ভবিষ্যৎ- এ কথাটির সাথে প্রাথমিক শিক্ষার এক নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। একটি শিশু আত্মিক ও মানবিক বিকাশ লাভ করতে পারলে নিঃসন্দেহে ঐ শিশু সুন্দর কিছু ভাবতে শেখে। আর শিশুর সুস্থ মানবিক বিকাশের জন্য প্রাইমারী শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। দার্শনিক প্লেটো শিক্ষাকে 'মহৎ জিনিস'[৪] বলে আখ্যায়িত করেন। প্লেটো তাঁর Republic গ্রন্থে যে শিক্ষা ব্যবস্থার বর্ণনা দিয়েছেন সেখানে প্রাইমারী শিক্ষার উপর অধিক গুরুত্বারোপ করেছেন। তিনি তার প্রাথমিক শিক্ষায় ১৮ বৎসর বয়স পর্যন্ত সাহিত্য, সঙ্গীত ও প্রাথমিক গণিত শিক্ষাদানের উপর জোর দিয়েছেন।[৫] বাংলাদেশ সংবিধানের ১৭ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে- রাষ্ট্র (ক) একই পদ্ধতির গণমুখী ও সর্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের জন্য; (খ) সমাজের প্রয়োজনের সহিত শিক্ষাকে সংগতিপূর্ণ করিবার জন্য এবং সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সদিচ্ছা- প্রণোদিত নাগরিক সৃষ্টির জন্য;

---

২. *A Strausset et. al. Personnel- The Human Problems of Management (New Delhi : 1971), P-511*

৩. *Lynton, K. Caldwell, Improving the Public Service Through Training (Washington, D.C.: AID) 1962, P-3*

৪. *George H Sabine, Thomas L Thorson, Fourth Edition, A History of Political Theory, Oxford & I B H Publishing Co. Pvt. LTD. 66, Janpath, New Delhi, Indian Edition, 1973, P-68,*

৫. *মুহাম্মদ আয়েশ উদ্দীন, রাষ্ট্রচিন্তা পরিচিতি, আইডিয়াল লাইব্রেরী, ঢাকা, অষ্টম সংস্করণ, আগষ্ট, ১৯৯৮, পৃঃ-৭৫*

(গ) আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করিবার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।[৬] সরকার স্বাধীনতার পর ১৯৭৪ সালে প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ করে।[৭] সংবিধান অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষাকে যেমন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে আবার শিক্ষাকে যুগোপযোগী করে গড়ে তোলার জন্য প্রশিক্ষণের উপরও জোর দেয়া হয়েছে। তাই দেখা যাচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

গবেষণার উদ্দেশ্য ও যৌক্তিকতা

শিক্ষার উদ্দেশ্য হল, ব্যক্তি জীবনের পরিপূর্ণ ও সর্বাঙ্গীন বিকাশ সাধন করা। যে কোন শিক্ষা প্রচেষ্টাই ব্যক্তি জীবনের উদ্দেশ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। বিকাশ বলতে শুধু মানবিক বিকাশকে বুঝায় না। শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যক্তির সর্বাঙ্গীন বিকাশ। আবার ব্যক্তি জীবনের বিকাশের উদ্দেশ্য হল বিভিন্ন দিকের ঐক্যবদ্ধ বিকাশ। তাই দৈহিক বিকাশ বা সামাজিক বিকাশকে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র মানসিক বিকাশ লাভ করা সম্ভব নয়। শিশুর সার্বিক বিকাশ বলতে তার (ক) দৈহিক বিকাশ (খ) মানসিক বিকাশ (গ) আবেগিক বিকাশ (ঘ) সামাজিক বিকাশকে বোঝায়। শিশুর এই সর্বাঙ্গীন বিকাশই প্রাথমিক শিক্ষার মূল লক্ষ্য। প্রাথমিক শিক্ষা যদি শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশের উপযোগী করে পরিকল্পিত হয় তাহলে তার উপর ভিত্তি করে বহুস্তর শিক্ষার পরিকল্পনাও বাস্তবায়ন করা সম্ভব। শিশুর এই সার্বিক বিকাশে ভূমিকা রাখবে শিক্ষক যাতে সে ভবিষ্যতে একজন যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠে। আর শিশুর বিকাশে প্রাইমারী শিক্ষকগণ পি.টি.আই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কতটুকু ভূমিকা রাখছে সেটা বিশেষণ করে দেখার জন্যই আজকের এই প্রস্তাবনা।

গবেষণা পদ্ধতি

এই গবেষণার জন্য তথ্য মূলতঃ প্রাইমারী সোর্স থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। তবে সেকেন্ডারী সোর্স থেকেও কিছু কিছু তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রাইমারী সোর্স থেকে তথ্য সংগ্রহের জন্য ৯টি প্রশ্ন সম্বলিত একটি ফর্মাল প্রশ্নপত্র ব্যবহার করে সাক্ষাৎকার পদ্ধতির মাধ্যমে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। উক্ত গবেষণা এলাকার কুষ্টিয়া পি.টি.আই থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক ও শিক্ষিকা, সহকারী উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি ও সদস্য এবং অভিভাবকদের মধ্যে থেকে ১২৫ জনকে নির্বাচন করে প্রশ্নপত্র পূরণের মাধ্যমে তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। ১২৫ নমুনাকে বিশেষীকরণের মাধ্যমে ৫টি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। সমীক্ষাধীন ২০টি স্কুলের নাম ও শ্রেণীভেদে ১২৫ জন মতামত প্রদানকারীর তালিকা সারণি ২ এবং ৩ এর মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে।

---

৬. *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান ঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার; আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় (১৯৯৮ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত সংশোধিত), পৃঃ ৫, ৬*

৭. *প্রফেঃ মোঃ তবারক-উল-ইসলাম, প্রফেসর ডঃ মোঃ আনোয়ারুল আজিজ, সি-ইন-এড প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা পরিচিতি, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা, ২০০২, পৃঃ ২১।*

সীমাবদ্ধতা

যদিও গবেষণা কমিটির প্রতিটি প্রচেষ্টাই ছিল প্রস্তাবনার সকল তথ্য সঠিক ও নির্ভুলভাবে উপস্থাপন করা, কিন্তু স্বল্পসংখ্যক নমুনা সংগ্রহ করার মধ্যেই কিছু সীমাবদ্ধতা থাকতে পারে। অধিকন্তু নমুনাসমূহ যেহেতু দৈবভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে, সেহেতু এই গবেষণার প্রাপ্ত ফলাফল দেশের সমগ্র অঞ্চলের বাস্তবতা তুলে ধরে না। তবুও কুষ্টিয়া পি.টি.আই থেকে প্রাপ্ত ফলাফলের সাথে সমগ্র অঞ্চলের ফলাফলের সম্পৃক্ততা অস্বীকার করা যাবে না। তবে উত্তরদাতারা যেহেতু শিক্ষিত শ্রেণী, সেহেতু প্রাপ্ত তথ্য অপেক্ষাকৃত কম ত্রুটিপূর্ণ হবে বলে আশা করা যায়।

প্রাইমারী ট্রেইনিং ইনস্টিটিউট এর ইতিহাস

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির সাথে শিক্ষা কার্যক্রমে যথাযথ অবদান রাখতে প্রশিক্ষণের বিকল্প নেই। প্রশিক্ষণ প্রদানের কাজটি করে থাকে পি.টি.আই। প্রতিষ্ঠানটি সম্পর্কে বিস্তারিত জানার পূর্বে প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস জানা দরকার। ১৮৫৪ সালে উডের ডেসপাচের সুপারিশ অনুযায়ী এদেশে গ্রেডেড স্কুল পদ্ধতি চালু হয়। তখন প্রাথমিক শিক্ষাকে ২ ভাগে ভাগ করা হয়; যেমন নিম্ন প্রাথমিক (১ম ও ২য় শ্রেণী) এবং উচ্চ প্রাথমিক (৩য় ও ৪র্থ শ্রেণী)।[৮] এ সকল বিদ্যালয়ে যারা শিক্ষকতা করতেন, তখনও কিন্তু তাদের কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন আছে এমনটি অনুভূত হয়নি। এর বহুদিন পর ১৯০২ সালে সর্বপ্রথম শুরু ট্রেইনিং (জিটি) স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। এ স্কুলে দুজন ম্যাট্রিক ভি এম (ভার্নাকুলার মাষ্টারশীপ) শিক্ষক কাজ করতেন। তার একজনকে বলা হত হেড পণ্ডিত এবং অপরজনকে বলা হত সহকারী পণ্ডিত। ১৯৪৪ সনে ৪৫-৫৫টি জিটি স্কুলকে প্রাইমারী ট্রেইনিং (পিটি) স্কুলে রূপান্তরিত করা হয় এবং কয়েকটি নতুন প্রাইমারী ট্রেনিং সেন্টার খোলা হয়। ১৯৪৭ সনে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে পিটি স্কুল ও পিটি সেন্টারের সংখ্যা ছিল মোট ৮৬টি।[৯] পিটি স্কুল ও পিটি সেন্টারগুলো শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে সমাজের চাহিদা পূরণের উপযোগী বিবেচিত না হওয়ায় পূর্ববঙ্গ শিক্ষা ব্যবস্থা পুনর্গঠন কমিটি ১৯৪৯-এর সুপারিশ অনুযায়ী এসব স্কুলের স্থলে প্রাইমারী ট্রেইনিং ইনস্টিটিউট স্থাপনের কার্যক্রম হাতে নেয়। ১৯৫১ সাল থেকে এ কার্যক্রম শুরু হয়ে বর্তমান পর্যন্ত দেশে ১টি বেসরকারিসহ মোট পিটিআই-এর সংখ্যা ৫৪টি।[১০]

---

৮. *অন্বেষা, খুলনা বিভাগীয় প্রাথমিক শিক্ষা ত্রৈমাসিক মুখপত্র, কাকলী প্রেস, ৩ আহসান আহমেদ রোড, খুলনা, মার্চ, ১৯৯৭, পৃঃ ১*

৯. *মোঃ রজব আলী ও মোঃ মুসতাঈন বিললাহ, সি-ইন-এড প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা ঃ নীতি, কৌশল ও সংগঠন, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা, সরকার প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং, ২৪ লারমিনি ষ্ট্রিট, ওয়ারী, ঢাকা এপ্রিল ২০০২, পৃঃ ৬৮*

১০. *পূর্বোক্ত, পৃঃ ঐ*

১৯৯৮ সাল পর্যন্ত পিটিআই থেকে ২,৫৯,০০০ (দুই লক্ষ উনষাট হাজার) শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।[১১] যে সকল উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য পিটিআই গুলি প্রতিষ্ঠা করা হয় তা নিম্নরূপ :

* চাকুরীরত প্রশিক্ষণবিহীন প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য চাকুরীকালীন এক বছর মেয়াদী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
* চাকুরীরত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য স্বল্পকালীন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
* প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে এ্যাকশন রিসার্চ কার্যক্রম পরিচালনা করা। মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষার সফল বাস্তবায়নে বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় গৃহীত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনায় সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করা।[১২]

সি-ইন-এড কোর্স

পিটিআই'তে অনুষ্ঠিত এক বছর মেয়াদী সার্টিফিকেট-ইন-এডুকেশন (সিইন এড) কোর্সটি মূলতঃ চাকুরীরত প্রশিক্ষণবিহীন সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রধান কার্যক্রম। সি ইন এড প্রশিক্ষণ কোর্সে ভর্তির জন্য মহিলাদের এসএসসি দ্বিতীয় বিভাগ এবং পুরুষদের ক্ষেত্রে এইচএসসি দ্বিতীয় বিভাগ পাশ হতে হয়। শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়, শিক্ষাদান পদ্ধতি ও কলাকৌশল এবং অনুশীলনী পাঠদান (ব্যবহারিক) সি.ইন.এড কোর্সের শিক্ষা ক্রমের অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া প্রাথমিক স্তরের বিষয় সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তু (Contents) প্রশিক্ষণার্থীদেরকে অধ্যয়ন করতে হয়। সি. ইন. এড কোর্সের পরীক্ষা পরিচালনা ও সনদ প্রদানের দায়িত্ব পালন করে ময়মনসিংহস্থ ন্যাশনাল একাডেমী ফর প্রাইমারী এডুকেশন (নেপ/NAPE)।[১৩] সফলতার সাথে এ প্রশিক্ষণ কোর্স শেষ করতে পারলে শিক্ষার্থী শিক্ষক বাংলাদেশ সি-ইন-এড বোর্ড থেকে একটি সার্টিফিকেট পান। সাথে সাথে উচ্চতর বেতন স্কেলও পেয়ে থাকেন। বর্তমান প্রাথমিক শিক্ষকদের সি-ইন-এড কারিকুলামটি ১৯৯৪ সালে প্রণীত হয়েছিল।[১৪]

---

১১. *Dr. Mahmudul Alam, (Teachers Training in Primary Education Sub Sectors of Bangladesh), PROSHIKHYAN, A Journal of Training and Development, Vol.1, No. 2, July - December, 1999, (Bangladesh Society For Training and Development). P-37*

১২. *মোঃ রজব আলী ও মোঃ মুসতাঈন বিল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৮*

১৩. *লুৎফর রহমান খান ও এ.এইচ.এম মহিউদ্দিন, সম্পাদনায় : প্রফেসর মুঃ রিয়াজুল ইসলাম, সি.ইন.এড প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব এবং বিভিন্ন দেশের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা, এপ্রিল ২০০২, পৃঃ ৮৬*

১৪. *পরিমার্জিত সি-ইন-এড শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকভিত্তিক প্রাক-প্রশিক্ষণ কর্মশালা ও প্রশিক্ষণ কোর্স-২০০২, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী, (নেপ), ময়মনসিংহ, পৃঃ ১*

** বর্তমানে পি.টি. আই ট্রেনিং করার যোগ্যতা হলো প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষক হওয়া। প্রাইমারী স্কুলে চাকুরীরত শিক্ষকদের বাধ্যতামূলকভাবে পিটিআই ট্রেনিং দেওয়া হয়ে থাকে।*

পিটিআই-এর জনবল কাঠামো

পিটিআই-এর সামগ্রিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা ও প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য নিম্নরূপ জনবল রয়েছে।

সুপরিনটেনডেন্ট ------------------- ----০১ জন
সহকারী সুপরিনটেনডেন্ট ---------------- ০১ জন
ইনস্ট্রাকটর (সাধারণ) ------------------ ০৮ জন
ইনস্ট্রাকটর (বিজ্ঞান) ------------------- ০১ জন
ইনস্ট্রাকটর (কৃষি) --------------------- ০১ জন
ইনস্ট্রাকটর (চারু ও কারুকলা) ---------- ০১ জন
ইনস্ট্রাকটর (শারিরীক শিক্ষা) ------------- ০১ জন
সহকারী লাইব্রেরীয়ান কাম ক্যাটালগার ---- ০১ জন
উচ্চমান সহকারী কাম হিসাব রক্ষক ------- ০১ জন
অফিস সহকারী কাম টাইপিষ্ট ------------- ০২ জন
৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী ---------------------০৬ জন

এছাড়া, পিটিআই সংলগ্ন পরীক্ষণ বিদ্যালয়ের জন্য রয়েছে ৫ জন শিক্ষক শিক্ষিকা। পরীক্ষণ বিদ্যালয়ে কোন প্রধান শিক্ষকের পদ নেই। এটি সরাসরি পি.টি.আই সুপারের নিয়ন্ত্রণাধীন।

উৎস : *সি-ইন-এড প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষাঃ নীতি, কৌশল ও সংগঠন, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী, প্রাথমিক শিক্ষা, অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা, রচনায়- মোঃ রজব আলী ও মোঃ মুসতাঈন বিল্লাহ। সম্পাদনায় ঃ ড. মোঃ আজহার আলী, মুদ্রণেঃ সরকার প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং, ২৪, লারমিনি ষ্ট্রিট ওয়ারী, ঢাকা, এপ্রিল, ২০০২, পৃঃ ৬৯,৭০*

পিটিআই'তে ভর্তি ব্যবস্থা, কোর্স মেয়াদ ও দৈনিক কর্মসূচি

পিটিআই তে প্রতি বছর ২০০ জন্য শিক্ষার্থী প্রশিক্ষণের জন্য ভর্তির ব্যবস্থা আছে। ২০০ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ৫০ জন সরকারি এবং ১৫০ জন রেজিঃ বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এর শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ভর্তির জন্য কোটা নির্ধারণ করা আছে। সরকারি শিক্ষকদের কোটা পূরণ হবার পর যদি বেসরকারি শিক্ষকদের ভর্তির কোটা পূরণ না হয় তাহলে কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে সরকারি শিক্ষক দ্বারা ঐ কোটা পূরণের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাশাপাশি বহু রেজিঃ বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, স্যাটেলাইট বিদ্যালয় শিক্ষার গুণগত ও পরিমাণগত মান উন্নয়নে সক্রিয় ভূমিকা রেখে চলেছে। কিন্তু এ সকল বিদ্যালয়ে কর্মরত শিক্ষক- শিক্ষিকাগণ বিদ্যালয় পরিচালনা ও মানসম্মত শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় যথেষ্ট অবদান রাখতে পারছে না। এ বিষয়টি বিবেচনায় এনে সরকার গত ১৯৯৯ সন থেকে প্রতিটি পিটিআই'তে ডাবল শিফটে সি-ইন-এড প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু করেছেন। এই প্রশিক্ষণে প্রথম

শিফটে কোর্সের মেয়াদ জুলাই-জুন। দৈনিক কর্মসূচি সকাল ৬:০০ টা থেকে দুপুর ১২:০০ টা পর্যন্ত। ২য় শিফটে কোর্স মেয়াদ জানুয়ারী- ডিসেম্বর এবং দৈনিক কর্মসূচি দুপুর ১২:৩০মিঃ থেকে সন্ধ্যা ৬:০০ টা পর্যন্ত। ১ম শিফটে ৫০টি আসন সরকারি শিক্ষকদের জন্য নির্ধারিত কিন্তু ২য় শিফটে ২০০ আসনই বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য নির্ধারিত। উভয় শিফটের বেসরকারি শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ ভর্তির পূর্বে একটি লিখিত পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয় (যদিও এখন লিখিত পরীক্ষা নেওয়া হয় না)। ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষকগণ পরবর্তীতে নির্ধারিত ফিস দিয়ে পিটিআই'তে ভর্তি হন।[১৫]

পিটিআই -এর কোর্স বিবরণী

পিটিআই শিক্ষাক্রমকে ৪টি মড্যুলে ভাগ করা হয়েছে।

(ক) প্রাথমিক শিক্ষার নীতি ও ধারণা।

(খ) প্রাথমিক পর্যায়ে শিখন- শেখানো কৌশল।

(গ) অনুশীলন

(ঘ) সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলী।

মড্যুল- (ক): প্রাথমিক শিক্ষার নীতি ও ধারণা মড্যুলে- (১) প্রাথমিক শিক্ষা পরিচিতি (২) প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব এবং বিভিন্ন দেশের প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা (৩) বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা ঃ নীতি, কৌশল ও সংগঠন (৪) শিশু মনোবিজ্ঞান (৫) শিখন পদ্ধতি (৬) শিখন ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের মূল্যায়নে ৬টি বিষয়ের প্রতিটিতে ৫০ নম্বর করে ৩০০ নম্বর রাখা হয়েছে। শিশু মনোবিজ্ঞানে ব্যবহারিক ১০ এবং তাত্ত্বিক বিষয়ে ৪০ ছাড়া বাকি ৫টি বিষয়ে কেবলমাত্র তাত্ত্বিক বিষয় রাখা হয়েছে।

মড্যুল- (খ): প্রাথমিক পর্যায়ে শিখন- শেখানো কৌশল মড্যুলে- বাংলা, ইংরেজী, গণিত, পরিবেশ পরিচিতি সমাজ ও পরিবেশ পরিচিতি বিজ্ঞান, ধর্ম, শারীরিক শিক্ষা, চারু ও কারুকলা, সংগীত এই নয়টি স্কুল বিষয় রাখা হয়েছে।

* স্কুল বিষয়গুলোর মধ্যে বাংলা, ইংরেজী, গণিত, পরিবেশ পরিচিতি সমাও ও পরিবেশ পরিচিতি বিজ্ঞান বিষয়ে ৮০ নম্বর তাত্ত্বিক ও ২০ নম্বরের ব্যবহারিক কাজ রয়েছে।

* পরিবেশ পরিচিতি সমাজ এ সমাজ বিজ্ঞানে ৫৫, জনসংখ্যা শিক্ষায় ২৫ নম্বর রাখা হয়েছে।

* পরিবেশ পরিচিতি বিজ্ঞানে সাধারণ বিজ্ঞান অংশে ৪০, কৃষি বিজ্ঞানে ২০, স্বাস্থ্য ও পুষ্টিতে ২০ নম্বর রাখা হয়েছে।

* চারু ও কারুকলা এবং সংগীত বিষয়ে কোন তাত্ত্বিক বিষয়বস্তু নেই। এই দুটি বিষয়ে কেবলমাত্র ১৫ নম্বর করে ব্যবহারিক কাজ রাখা হয়েছে।

* ধর্মে ৫০ নম্বর ও শারীরিক শিক্ষায় ২০ নম্বরের তাত্ত্বিক বিষয় রাখা হয়েছে।

১৫। মোঃ রজব আলী ও মোঃ মুসতাঈন বিললাহ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৩

মড্যুল- (গ): অনুশীলন মড্যুলে- অনুশীলনী পাঠদানের জন্য ২০০ নম্বর রাখা হয়েছে। এতে পাঠাদানে ১০০, পৃষ্ঠা পরিকল্পনা ৫০, উপকরণে ২৫, সংযোগ দক্ষতায় ২৫ / বহির্মূল্যায়নে মৌখিক পরীক্ষায় ২৫ নম্বর রাখা হয়েছে।

মড্যুল- (ঘ): সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলী মড্যুলে- সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলীতে ব্যবহারিক ১০০ নম্বর রাখা হয়েছে। এতে-

(১) সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কার্যাবলীতে ১৫ (২) সামাজিক ও জনকল্যাণমূলক কাজে ১০ (৩) সাহিত্য বিষয়ক কার্যাবলীতে ১০ (৪) রেফারেন্স বই পাঠ ও পর্যালোচনায় ২০ (৫) শরীর চর্চায় ২৫ (৬) আচরণ নীতিতে ২০ নম্বর রয়েছে।

উৎস:- *পরিমার্জিত সি-ইন-এড শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকভিত্তিক প্রাক-প্রশিক্ষণ কর্মশালা ও প্রশিক্ষণ কোর্স- ২০০২ জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ), মংমনসিংহ, পৃ- ১,২*

প্রশিক্ষণ পদ্ধতি

প্রশিক্ষণের বিভিন্ন পদ্ধতি আছে। যেমন- বক্তৃতা পদ্ধতি, সেমিনার পদ্ধতি, শিক্ষা সফর পদ্ধতি, বিশেষ পাঠ্যক্রম ও পর্যালোচনা পদ্ধতি। বক্তৃতা, আলোচনা, ক্লসরুমে অংশগ্রহণ, ওয়ার্কসপ, ঘটনা বিশ্লেষণ ইত্যাদি হলো প্রধান পদ্ধতি। ইদানিং বক্তৃতা প্রদান পদ্ধতির গুরুত্ব অনেকাংশে কমে আসছে। তার পরিবর্তে নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা ও পারস্পারিক আদান প্রদানের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীরা কোন সমস্যা বিশ্লেষণ করেন। আহবাব আহমদের ভাষায়- "প্রত্যেকদিন পরীক্ষামূলক ক্লাসে শিক্ষার্থীরা যে সব তত্ত্ব ও বিধিবিধান শিখেছেন তার আলোকে সমস্যা সমাধানে ব্যস্ত থাকেন। বিভিন্ন দৃস্টিকোণ থেকে তাদের কোন সমস্যাকে দেখতে হয় আর বহুমুখী বিশ্লেষণের মাধ্যমে তারা ঐক্যমতে উপনীত হন।"[১৬] পিটিআই'তে বিভিন্ন পদে অধিষ্ঠিত রয়েছেন বিভিন্ন সরকারি কর্মকর্তা। এসব কর্মকর্তা একদিকে প্রশিক্ষণ প্রদানে সহায়তা করেন, অন্যদিকে প্রশিক্ষণ প্রদান পদ্ধতির পর্যবেক্ষণ করেন।

মূল্যায়ন পদ্ধতি

প্রশিক্ষণ কোর্সের চলতি ও ভবিষ্যত কোর্সকে ফলপ্রসূ করার জন্য মূল্যায়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রশিক্ষণ কোর্স সমাপ্তির পর প্রশিক্ষণার্থীদের মূল্যায়নের জন্য পরীক্ষা নেওয়া হয়। ৭৬০ নম্বর তাত্ত্বিক ও ৪৪০ নম্বর ব্যবহারিক বিষয়ে মূল্যায়ন করা হয়। এখানে তাত্ত্বিক বিষয়ে পাশের নম্বর ৪০% ও ব্যবহারিক বিষয়ে পাশের নম্বর ৪০%। প্রত্যেক বিষয়ে মূল্যায়ন অভ্যন্তরীণ ৫০% ও ৫০% বহির্মূল্যায়ন হয়ে থাকে। তবে কেউ দুই বিষয়ে অকৃতকার্য হলে পরবর্তী দুই বছরের মধ্যে সর্বাধিক ২ বার সব বিষয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে C-IN-Ed (Certificate in Education) সার্টিফিকেট লাভের সুযোগ পেয়ে থাকেন।

১৬। *Ahbab Ahmad, "Editorial" Cota Bulletin, July-December Vol. 2, No 1, 1979, PP 2-3.*

কুষ্টিয়া প্রাইমারী ট্রেইনিং ইনস্টিটিউট

কুষ্টিয়া পিটিআই প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৮৪ সালে। কুষ্টিয়া জেলার ৬টি থানা নিয়ে কুষ্টিয়া পি, টি, আই এর কার্যক্রম চলছে। কোন শিক্ষক-শিক্ষিকা বা পিটিআই প্রশিক্ষণার্থী অন্য কোন জেলা থেকে বদলী হয়েও কুষ্টিয়া পিটিআই থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে থাকে। ১৯৯৯ সাল থেকে কুষ্টিয়া পিটিআই'তে ডবল শিফ্‌টে সি ইন এড প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলছে। কুষ্টিয়া পিটিআই সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাশাপাশি বেসরকারি রেজিঃ এবং কিছু কমউনিটি স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। ২০০৪ সাল পর্যন্ত কুষ্টিয়া পিটিআই থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের তালিকা সারণি :- ১ এর ক ও খ তে দেখানো হয়েছে।

কুষ্টিয়া পিটিআই -এর জনবল কাঠামো :-

প্রশাসনিক পদ		
সুপারিনটেনডেন্ট	-	১ জন
সহকারী সুপারিনটেনডেন্ট	-	পদটি শূন্য
একাডেমিক পদ		
সি ইন এড (প্রশিক্ষণ শাখা)		
ইনস্ট্রাক্টর (সাধারণ)	-	৫ জন
ইনস্ট্রাক্টর (বিজ্ঞান	-	১জন
ইনস্ট্রাক্টর (কৃষি)	-	পদটি শূন্য
ইনস্ট্রাক্টর (ইসলাম ধর্ম)	-	পদটি শূন্য
ইনস্ট্রাক্টর (স্বাস্থ্য পুষ্টি)	-	পদটি শূন্য
ইনস্ট্রাক্টর (শারিরীক শিক্ষা)	-	পদটি শূন্য
ইনস্ট্রাক্টর (চারু ও কারুকলা)	-	১জন (সাময়িক বরখাস্ত)
পরীক্ষণ বিদ্যালয় (প্রাথমিক স্তর)		
শিক্ষণ পরীক্ষণ বিদ্যালয়	-	৩ জন কর্মকর্তা
সহকারী লাইব্রেরিয়ান	-	১ জন
উচ্চমান সহকারী কাম-হিসাব রক্ষক	-	১জন
উচ্চমান সহকারী কাম-হিসাব রক্ষক	-	১জন
অফিস সহকারী	-	১ জন
এম এল এস এস	-	১ জন
দপ্তরী	-	১ জন
পিয়ন	-	পদটি শূন্য
দারোয়ান	-	পদটি শূন্য
নৈশ প্রহরী	-	পদটি শূন্য
মালি	-	পদটি শূন্য
ঝাড়ুদার	-	পদটি শূন্য

উৎস : কুষ্টিয়া পি.টি.আই থেকে সংগৃহীত তথ্য।

সারণি : ১ (ক) ১৯৮৪ সাল থেকে ২০০৪ পর্যন্ত কুষ্টিয়া পি. টি. আই থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের তালিকা : -

শিক্ষা বর্ষ	শিক্ষক	শিক্ষিকা	মোট
১৯৮৪-১৯৮৫	১০	২৪	৩৪
১৯৮৫-১৯৮৬	৭	১৫	২২
* ১৯৮৬-১৯৮৭	২২	৬৮	৯০
* ১৯৮৭-১৯৮৮	৫৪	৩৩	৮৭
১৯৮৮-১৯৮৯	১৩	৫৫	৬৮
১৯৮৯-১৯৯০	৫৪	৩৩	৮৭
**১৯৯০-১৯৯৯১	কাউকে ভর্তি করা হয়নি	-	-
** ১৯৯১-১৯৯২	কাউকে ভর্তি করা হয়নি	-	-
১৯৯২-১৯৯৩	৩১	১৩	৪৪
১৯৯৩-১৯৯৪	৪৪	৬	৫০
১৯৯৪-১৯৯৫	২৪	৩৩	৫৭
১১৯৫-১৯৯৬	৪০	২৭	৬৭
১৯৯৬-১৯৯৭	৩৭	২৯	৬৬
১৯৯৭-১৯৯৮	৬৫	৪৬	১১১
১৯৯৮-১৯৯৯	২৩	২৮	৫১
১৯৯৯-২০০০	৩৫	৩৩	৬৮
২০০০-২০০১	৪১	৫০	৯১
২০০১-২০০২	৬৭	৬৬	১৩৩
২০০২-২০০৩	৪৮	৪৮	৯৬
২০০৩-২০০৪	৬৯	৯২	১৬১

শিক্ষক = ৬৮৪ শিক্ষিকা = ৬৯৯ সর্বমোট = ১৩৮৩

উৎস: কুষ্টিয়া পিটিআই অফিসের ভর্তি রেজিস্টার খাতা ও অফিস নথি।

** ১৯৮৬ - ১৯৮৭ ও ১৯৮৭-১৯৮৮ শিক্ষা বর্ষে প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক - শিক্ষিকা বাদে বহিরাগত কিছু প্রশিক্ষণার্থীর পি.টি.আই প্রশিক্ষণের অনুমতি থাকার দরুন কুষ্টিয়া পি.টি.আই থেকে কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেছিল। বর্তমানে এই অনুমতি নেই।*

*** ১৯৯০-১৯৯১ ও ১৯৯১-১৯৯২ শিক্ষা বর্ষে কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমীক ও প্রশাসনিক কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হওয়ায় এই দুই বছরে কোন প্রশিক্ষণার্থীকে কুষ্টিয়া পি.টি. আইতে ভর্তি করা হয়নি।*

সারণিঃ ১ (খ) ১৯৯৯ সাল থেকে ডাবল শিফট চালু হয় (জানুয়ারী থেকে ডিসেম্বর) এ পর্যন্ত ডাবল শিফটে প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের তালিকা :

শিক্ষা বর্ষ	শিক্ষক	শিক্ষিকা	মোট
*১৯৯৯-২০০০	কাউকে ভর্তি করা হয়নি	-	-
২০০০-২০০১	৮	৫৭	৬৫
২০০১-২০০২	৮৫	২৮	১১৩
২০০২-২০০৩	১১৬	৪৮	১৬৪
২০০৩-২০০৪	৮৯	৭৯	১৬৮

শিক্ষক = ২৯৮ শিক্ষিকা = ২১২ সর্বমোট = ৫১০

উৎস : কুষ্টিয়া পিটিআই অফিসের ভর্তি রেজিস্টার খাতা ও অফিস নথি ।

কুষ্টিয়া পিটিআই -এর আওতাধীন স্কুল, শিক্ষক ও শিক্ষিকা :-

কুষ্টিয়া পিটিআই -এর অধীন কুষ্টিয়া জেলার ৬টি থানার মধ্যে ৪৩০টি সরকারি স্কুল, ২৮৩টি বেসরকারি রেজিঃ স্কুল ও ৩৭টি কমিউনিটি স্কুল রয়েছে। সরকারি স্কুল গুলোতে ৪১৩ জন প্রধান শিক্ষক এবং ১২৯৮ জন সহকারী শিক্ষক ও শিক্ষিকাসহ মোট ১৭১১ জন শিক্ষক ও শিক্ষিকা, বেসরকারি রেজিঃ স্কুলগুলোতে ১১৩২ জন শিক্ষক ও শিক্ষিকা এবং কমিউনিটি স্কুলগুলোতে ৬৮ জন শিক্ষক ও শিক্ষিকা কর্মরত আছেন।

উৎসঃ কুষ্টিয়া জেলা প্রাইমারী শিক্ষা (ডি.পি.ই.ও) অফিস

---

* ১৯৯৯-২০০০ শিক্ষাবর্ষে ডাবল সিফটে শর্ত ছিল ৪০ জনের কম ভর্তি করা যাবে না। কিন্তু দরখাস্ত ৪০ টির কম হওয়ায় ঐ শিক্ষাবর্ষে কাউকে ভর্তি করা হয়নি।

সারণিঃ ২
জরিপকৃত স্কুলসমূহের তালিকাঃ

ক্রমিক	স্কুলের নাম	অবস্থান	প্রতিষ্ঠা সাল	শিক্ষকের সংখ্যা		মোট	ছাত্র/ছাত্রী সংখ্যা		মোট
				শিক্ষক	শিক্ষিকা		ছাত্র	ছাত্রী	
১	১৮ নং লাহিনী সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	লাহিনী, কুষ্টিয়া সদ	১৯৩৫	১	৫	৬	২৩৩	২৭৫	৫০৮
২	হাউজিং এস্টেট মডেল সরকারী প্রাঃ বিদ্যালয়	হাউজিং, কুষ্টিয়া সদর	১৯৬৮	৩	১১	১৪	৩৪৯	৩৫১	৭০০
৩	২০নং চৌড়হাস সরকারী প্রাঃ বিদ্যালয়	চৌড়হাস, কুষ্টিয়া সদর	১৯৩৭	২	৪	৬	১৬৮	১৭০	৩৩৮
৪	২১নং উদিবাড়ী দায়রা পাক সরকারী প্রাঃ বিদ্যালয়	উদিবাড়ী, কুষ্টিয়া সদর	১৯৫৩	১	৭	৮	১২৮	১৬২	২৯০
৫	৯৪নং দিনমনি সরকারী প্রাঃ বালক বিদ্যালয়	আড়ুয়া পাড়া, কুষ্টিয়া সদর	১৯৩০	-	৫	৫	২১৬	-	২১৬
৬	৬৯নং হরিনারায়ণপুর সরকারী প্রাঃ বিদ্যালয়	হরিনারায়ণপুর, কুষ্টিয়া সদর	১৯১৮	৩	৪	৭	২৯৩	২৭২	৫৬৫
৭	৫৭নং উজানগ্রাম সরকারী প্রাঃ বিদ্যালয়	উজানগ্রাম, কুষ্টিয়া সদর	১৯২৩	৩	১	৪	২১০	১৬৮	৩৭৮
৮	শৈলগাড়ি রেজিঃ বে-সরকারী প্রাঃ বিদ্যালয়	জিয়ারখী, কুষ্টিয়া সদর	১৯৯১	২	২	৪	৯৭	১০৪	২০১
৯	৭৩নং হরিনারায়ণপুর সরকারী প্রাঃ বালিকা বিদ্যালয়	হরিনারায়ণপুর, কুষ্টিয়া সদর	১৯৪৫	১	৪	৫	১৬৭	১৭০	৩৩৭
১০	৯৫ নং আজিজুর রহমান সরকারী প্রাঃ বিদ্যালয়	কোর্টপাড়া, কুষ্টিয়া সদর	১৯৫৭	-	৪	৪	৭৯	৭৬	১৫৫
১১	৬২নং ধলনগর সরকারী প্রাঃ বিদ্যালয়	ধলনগর, কুমারখালী	১৯৩২	৩	২	৫	২৩৪	১২১	৩৫৫
১২	৬১নং কুশলীবাসা সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	কুশলীবাসা, কুমারখালী	১৯৩০	৩	২	৫	২১০	১৮৫	৩৯৫
১৩	৫৯নং নিয়ামতবাড়ী সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	নিয়ামত বাড়ী, কুমারখালী	১৯২৫	২	২	৪	১০৫	১২৩	২৩০
১৪	৫৭নং চাঁদপুর সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	চাঁদপুর, কুমারখালী	১৯১৯	২	৪	৬	৯৩	৯৮	১৯১
১৫	২৫নং নাভদিয়া রেজিঃ বেসরকারী প্রাঃ বিদ্যালয়	নাভদিয়া, কুমারখালী	১৯৮৯	১	৩	৪	৮০	৭০	১৫০
১৬	৬০নং গড়ের বাড়ি কাঞ্চনপুর সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	কাঞ্চনপুর, কুমারখালী	১৯৩১	২	২	৪	৬৯	৬২	১৩১
১৭	৬৪ নং মিরপুর সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	মিরপুর, কুমারখালী	১৯৬৯	৪	-	৪	১৫১	-	১৫১
১৮	৮০ নং জুঙ্গলী সরকারী প্রাঃ বিদ্যালয়	জুঙ্গলী, কুমারখালী	১৯৭৭	২	২	৪	৮৬	৮০	১৬৬
১৯	৭০ নং বেড়বাড়াদী সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	বেড় বাড়াড়ী, কুষ্টিয়া সদর	১৮৮৪	২	২	৪	১৩০	১৩৭	২৬৭
২০	৩নং শিবপুর রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	শিবপুর, কুষ্টিয়া সদর	১৯৭৪	২	২	৪	১৩৫	১৩৫	২৭০

মতামত প্রদানকারীদের তালিকা :-

সারণি :- ৩

ক্রমিক	উত্তর দাতার শ্রেণী	সংখ্যা
১	উপজেলা পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তা	১০
২	সভাপতি, স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটি	১০
৩	সদস্য, স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটি	২০
৪	স্কুল শিক্ষক / শিক্ষিকা	৬৫
৫	অভিভাবক	২০
	মোট	১২৫ জন

সারণি : ৪

প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রয়োগ করতে সমস্যা :-

ক্রমিক	উত্তর দাতার শ্রেণী	হ্যাঁ	না
১	উপজেলা পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তা	৫	৫
২	সভাপতি, স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটি	৩	৭
৩	সদস্য, স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটি	১২	৮
৪	স্কুল শিক্ষক / শিক্ষিকা	৫৫	১০
	মোট	৭৫ জন	৩০ জন

পিটিআই প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রয়োগে সমস্যা হয় কি না এই বিষয়ে মিশ্র ধারণা পাওয়া গেছে। উত্তর দাতাদের মধ্যে ৩০ জন না-সূচক এবং ৭৫ জন হ্যাঁ-সূচক উত্তর প্রদান করেছেন। তাদের মতে একটা স্কুলে শিক্ষক ছাত্র অনুপাত থাকার কথা ১ঃ ৪০। কিন্তু বাস্তবে এর চেয়ে ছাত্র-ছাত্রী অনেক বেশি। এই কারণে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান প্রয়োগ করা সম্ভব হচ্ছে না।

সারণি : ৫

প্রশিক্ষণ কি বাস্তবধর্মী ?

ক্রমিক	উত্তর দাতার শ্রেণী	হ্যাঁ	না
১	উপজেলা পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তা	১০	-
২	স্কুল শিক্ষক ও শিক্ষিকা	৫০	১৫
	মোট	৬০ জন	১৫ জন

পিটিআই প্রশিক্ষণ কতটা বাস্তবধর্মী এই প্রশ্নটির উত্তর উপজেলা পর্যায়ের শিক্ষা কর্মকর্তারা সুকৌশলে পাশ কাটিয়ে গেছেন। তবে অধিকাংশ শিক্ষক ও শিক্ষিকারা মনে করছেন তারা যে সময়ে পিটিআই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন সেই সময়ের প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক এর উপর বেশি আলোকপাত করা হয়। আবার সরকার পরিবর্তন এর সাথে সাথে পাঠ্য পুস্তক পরিবর্তিত হয়, পরিবর্তন হয় পাঠদানের ধরনও। তাই যে সময়ে কোন শিক্ষক ও শিক্ষিকা পিটিআই করেন সেটা সেই সময়ের জন্য প্রযোজ্য হলেও পাঠ্যপুস্তক পরিবর্তন হওয়ায় প্রশিক্ষণ ততটা ফলপ্রসূ থাকে না। তবে উত্তর দাতাদের মধ্যে ৬০ জন প্রশিক্ষণকে বাস্তবধর্মী মনে করছেন।

সারণি : ৬

প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান শিক্ষার্থীরা গ্রহণ করতে সক্ষম হচ্ছে কি ?

ক্রমিক	উত্তর দাতার শ্রেণী	হ্যাঁ	না
১	উপজেলা পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তা	১০	-
২	স্কুল শিক্ষক ও শিক্ষিকা	৫০	১৫
	মোট	৬০ জন	১৫ জন

প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান ছাত্র-ছাত্রীরা গ্রহণ করতে সক্ষম হচ্ছে কি না এ প্রশ্নে উত্তর দাতাদের ৬০ জন ইতিবাচক উত্তর দিয়েছেন। তাদের মধ্যে অবশ্য ১৫ জন্য নেতিবাচক মতামত দিয়েছেন। তাদের মতে ছাত্র-ছাত্রীদের পিতা-মাতা সচেতন না। তাই তাদের সন্তানদের নিয়মিত স্কুলে পাঠান না। আবার শহরের শিক্ষক ও শিক্ষিকা মনে করছেন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যারা পড়তে আসে তাদের অধিকাংশই থাকে বস্তিতে। আর বস্তি হচ্ছে অসামাজিক কার্যকলাপের সূতীকাগার। তাই তাদের ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়ার ব্যাপারে অনীহা দেখা যায়। আর এই কারণেই তাদের ছেলে-মেয়েরা পড়া লেখায় অত্যন্ত দুর্বল। যে কারণে ছাত্র-ছাত্রীরা প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান গ্রহণ করতে সক্ষম হয় না।

সারণি : ৭

প্রশিক্ষণে যে সব উপকরণের কথা বলা হয় তা বিদ্যালয়ে পর্যাপ্ত আছে কি না :-

ক্রমিক	উত্তর দাতার শ্রেণী	হ্যাঁ	না
১	উপজেলা পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তা	৫	৫
২	সভাপতি, স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটি	৪	৬
৩	সদস্য, স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটি	৯	১১
৪	স্কুল শিক্ষক/শিক্ষিকা	৩২	৩৩
	মোট	৫০ জন	৫৫ জন

পাঠদানকে চিত্তাকর্ষক করতে হলে দরকার পাঠদানের সঙ্গে সহায়ক উপকরণ। এই উপকরণগুলো তৈরি করার কিছু জিনিসপত্র সংশ্লিষ্ট শিক্ষা অফিস থেকে সরবরাহ করা হয়। আবার কিছু উপকরণ নিজ উদ্যোগে অথবা স্কুলের উদ্যোগে তৈরি করে নিতে হয়। তার পরও এই উপকরণগুলো তুলনায় অনেক কম। সংগত কারণে এই প্রশ্নে অল্প সংখ্যক উত্তরদাতা নেতিবাচক উত্তর দিয়েছেন।

সারণি : ৮

পাঠ পরিকল্পনা তৈরি করে পাঠ দান হয় কি না :-

ক্রমিক	উত্তর দাতার শ্রেণী	হ্যাঁ	না
১	উপজেলা পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তা	৫	৫
২	সভাপতি, স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটি	৩	৭
৩	সদস্য, স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটি	৮	১২
৪	স্কুল শিক্ষক/শিক্ষিকা	১৫	৫০
	মোট	৩১ জন	৭৪ জন

এই প্রশ্নে হ্যাঁ-সূচক উত্তরদানকারীর দ্বিগুণ সংখ্যক লোক না, সূচক উত্তর প্রদান করেছেন। কারণ হিসাবে তারা গভীর ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছেন একজন শিক্ষক ও শিক্ষিকাকে প্রতিদিন প্রায় ৮-১০ টি ক্লাস নিতে হয়। তার পর হোম ভিজিট, শিশু জরিপ, সরকারের অন্যান্য জরিপ, উপবৃত্তি প্রদানের তালিকা তৈরি, পোলিও দিবস পালন এ রকম অনেক কাজ তাদের করতে হয়। এসব কাজের ভিড়ে ক্লাস নেওয়ারই সময় হয় না। আবার পাঠ পরিকল্পনা তৈরি করবে কখন? তবে আশার কথা এই যে, তারা এত কিছুর মধ্যেও কিছু কিছু বিষয়ের উপর পাঠ পরিকল্পনা তৈরি করে পাঠদান করেন।

সারণি : ৯

পাঠ উপকরণ তৈরি করা হয় কি ?

ক্রমিক	উত্তর দাতার শ্রেণী	হ্যাঁ	না
১	উপজেলা পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তা	৫	৫
২	সভাপতি, স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটি	৬	৪
৩	সদস্য, স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটি	১২	৮
৪	স্কুল শিক্ষক/শিক্ষিকা	৩৫	৩০
৫	অভিভাবক ১০	১০	
	মোট	৬৮ জন	৫৭ জন

কোমলমতি শিশুদের পড়া-লেখায় আকৃষ্ট করতে হলে বিভিন্ন চিত্র, উপকরণের সাহায্য নিতে হয় । যে বিষয়ে পাঠদান করা হচ্ছে সে বিষয়ে চিত্র, উপকরণ প্রভৃতি থাকলে বিষয়টি বুঝানো সহজ হয় এবং শিশুদের মনেও থাকে দীর্ঘদিন । এই জন্য পাঠদানের উপকরণ তৈরি করা প্রয়োজন । এই প্রশ্নে ৬৮ জন উত্তরদাতা হ্যাঁ-সূচক ও ৫৭ জন উত্তরদাতা না-সূচক জবাব দিয়েছেন ।

সারণি : ১০

পাঠদানের উপকরণ পাঠদানের সময় ব্যবহার করা হয় কি ?

ক্রমিক	উত্তর দাতার শ্রেণী	হ্যাঁ	না
১	উপজেলা পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তা	৩	৭
২	সভাপতি, স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটি	৪	৬
৩	সদস্য, স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটি	১০	১০
৪	স্কুল শিক্ষক/শিক্ষিকা	২৫	৪০
৫	অভিভাবক ১০	১০	
	মোট	৫২ জন	৭৩ জন

সব উত্তরদাতাই একমত যে, পাঠদানের সময় পাঠদানের সহায়ক উপকরণ ব্যবহার করা দরকার । শিক্ষক ও শিক্ষিকাগণ অনেক ঝামেলার মধ্যেও কিছু উপকরণ তৈরি করেন । কিন্তু প্রায় সকল স্কুলে শিক্ষক ও শিক্ষিকা স্বল্পতার কারণে তাদের অতিরিক্ত ক্লাস নিতে হয় । যেহেতু এসব উপকরণ ব্যবহার করে পাঠদান করলে সময় বেশি লাগে সেহেতু এইসব উপকরণ ব্যবহার কম হয় । তবে এই ব্যাপারে উপজেলা শিক্ষা অফিসারগণ বলেছেন শিক্ষক ও শিক্ষিকাদের আন্তরিকতার অভাব রয়েছে । তাই তারা এইসব উপকরণ ব্যবহার করেন না ।

সারণি : ১১

প্রশিক্ষণের পূর্বে পাঠদানের যে সমস্যাগুলো ছিল প্রশিক্ষণের পরে সেগুলোর সমাধান হয়েছে কি :-

ক্রমিক	উত্তর দাতার শ্রেণী	হ্যাঁ	না
১	উপজেলা পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তা	৫	৫
২	স্কুল শিক্ষক / শিক্ষিকা	৪০	২৫
	মোট	৪৫ জন	৩০ জন

এই প্রশ্নে উত্তরদাতাদের ৪৫ জনই ইতিবাচক মতামত প্রদান করেছেন । তাদের সমস্যা থাকলেও তারা এড়িয়ে গেছেন । তারা মনে করছেন সমস্যা সমাধানের জন্যই প্রশিক্ষণ দিচ্ছে । তাই প্রশিক্ষণের পরে কোন সমস্যা থাকার কথা নয় ।

তবে যতটা পাঠদানের সমস্যা সমাধানের জন্য পি.টি.আই এ প্রশিক্ষণ নেওয়ার ব্যাপারে আগ্রহ দেখা যায়, তার চেয়ে বেশি আগ্রহ দেখা যায় বেতন স্কেল বৃদ্ধি প্রাপ্তির জন্য।

সারণি : ১২

বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও খেলাধুলার জন্য বছরের শুরুতেই দিন ধার্য হয় কি?

ক্রমিক	উত্তর দাতার শ্রেণী	হ্যাঁ	না
১	উপজেলা পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তা	৪	৬
২	সভাপতি, স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটি	৪	৬
৩	সদস্য, স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটি	৭	১৩৮
৪	স্কুল শিক্ষক/শিক্ষিকা	১০	৫৫
	মোট	২৫ জন	৮০ জন

সংস্কৃতি চর্চা শিশুকে স্বাস্থ্যবান ও মননশীল করে গড়ে তোলে। বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও খেলাধূলার জন্য বছরের শুরুতেই দিন ধার্য করে এগুলির ব্যবস্থা করার কথা। এ ব্যাপারে ৮০ জন উত্তরদাতাই নেতিবাচক মনোভাব পোষণ করেছেন। তাদের মতে এটি নির্ভর করে প্রধান শিক্ষক, স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটি ও অন্যান্য পরিবেশ পরিস্থিতির উপর। তবে বছরের শুরুতে কোন কোন স্কুলে একটি নির্দিষ্ট তারিখ নির্ধারণ করে দেওয়া হয়।

সমস্যা

গবেষণা করতে যেয়ে দেখা গেছে যে পিটি আই প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রয়োগ করতে যেয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। সমস্যাগুলি নিম্নরূপ :-

১। ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা অনুপাতে শিক্ষক স্বল্পতা। এই জন্য শিক্ষকেরা ছাত্রদের দিকে বাড়তি খেয়াল রাখতে পারে না। ফলে অনেক সময় বেশ কিছু সংখ্যক ছাত্র ছাত্রীকে ক্লাসে অনুস্থিত থাকতে দেখা যায়।

২। শতকরা ৮০% (৬৫ জন শিক্ষকের মধ্যে ৫২ জন শিক্ষক) শিক্ষক মনে করেন পিটিআই প্রশিক্ষণ নেওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উচ্চতর বেতন স্কেল পাওয়া। তাই ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা দেওয়ার মানসিকতা তাদের তেমন একটা থাকে না।

৩। প্রশিক্ষণের সময় যে সব উপকরণের কথা বলা হয়, তা পর্যাপ্ত নয়। পাঠদানে শিক্ষার যে সব উপকরণ প্রয়োজন তা তৈরী না করার কারণে ছাত্র-ছাত্রীরা ক্লাসে আনন্দ পায় না। উপকরণ তৈরী সময়সাপেক্ষও বটে। অনেকে মনে করেন বিজ্ঞান বিষয়ে উপকরণ স্বল্পতার আধিক্য রয়েছে। প্রশিক্ষণের সময় যে সব উপকরণের কথা বলা হয় প্রশিক্ষণ শেষে সে সব উপকরণ সরবরাহ করা হয় না।

৪। অসুবিধাগ্রস্ত পরিবারের শিশুরা যাদের পরিবারে অসচতেনতা, দারিদ্র ও অশিক্ষা বিদ্যমান তারা পিটিআই শিক্ষকদের প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান গ্রহণ করতে সক্ষম হয় না।

৫। শতকরা প্রায় ১৫% (৬৫ জন শিক্ষকের মধ্যে ১০ জন) শিক্ষক মনে করেন, ক্লাসরুম স্বল্পতা, ক্লাসে বেঞ্চ সংকট, প্রয়োজনীয় অবকাঠামোর অভাবে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষকরা পাঠদানে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে।

৬। প্রাইমারী স্কুলের বেশির ভাগ দাপ্তরীক কাজ শিক্ষকদের করতে হয়। তাই তারা পাঠদানে পর্যাপ্ত সময় ব্যয় করতে পারে না।

৭। একজন শিক্ষকের উপর অতিরিক্ত ক্লাশের চাপ থাকায় ক্লান্তি ও একঘেয়েমি আসে। তাই পাঠটিকা তৈরী করে ক্লাশ নেওয়া সম্ভব হয় না।

৮। শতকরা প্রায় ৭৬% (৬৫ জন শিক্ষকের মধ্যে ৫০ জন) শিক্ষক মনে করেন, উপজেলা শিক্ষা অফিসারকে ঘুষ দেওয়ার কারণে তারা (উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাগণ) শিক্ষকদের উপর চাপ প্রয়োগ করতে পারে না। তাই এই দুর্নীতির সুযোগ বেশির ভাগ শিক্ষক পাঠ পরিকল্পনা করে ক্লাস নেন না।

৯। পি. টি. আই প্রশিক্ষণে বক্তৃতা, আবৃতি, বিতর্কের ব্যাপারে বছরের শুরুতে বিষয়গুলি নির্দিষ্ট করে দেবার কথা বলা হলেও বাধ্যবাধকতা না থাকায় বছরের শুরুতে তা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয় না।

১০। প্রায় প্রতি বছরই টেক্সট বই পরিবর্তিত হয়। ছাত্রদের মাঝে জ্ঞান বিতরণে এটা একটা সমস্যা।

১১। প্রাইমারী শিক্ষকদের বেতন স্কেল খুবই নিম্নমানের। ইদানিং দেখা যাচ্ছে অনেক উচ্চ শিক্ষিত লোকজন যোগ্যতা অনুযায়ী চাকরি না পাওয়ায় প্রাইমারী স্কুলগুলোতে চাকুরি নিয়ে থাকে। একজন উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি পর্যাপ্ত বেতন না পাওয়ায় পাঠদানের আগ্রহ হারিয়ে ফেলে বলে অনেকে মন্তব্য করেন। তাদের উচ্চশিক্ষা অনুযায়ী কাজ না থাকায় অর্থাৎ শিক্ষার সাথে প্রাইমারীতে পাঠদানের সামঞ্জস্য না থাকায় এসব উচ্চ শিক্ষিত শিক্ষকেরা ছোট শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠদানের আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। অনেক উচ্চ শিক্ষিত প্রাইমারী শিক্ষকই একে সাময়িক চাকরী বলে মনে করেন। এখানে চাকুরির পাশাপাশি তারা অন্য চাকুরি খুজতে তৎপর থাকেন।

১২। সুষ্ঠু পরিবেশের অভাব থাকায় যথাযথ শিক্ষকের মর্যাদা দেওয়া হয় না। তাই শিক্ষকদের আন্তরিকতার অভাব দেখা যায়।

১৩। শ্রেণীতে পাঠদানের সময় মাত্র ৩৫ মিনিট। যা খুবই অপ্রতুল।

১৪। অভিভাবক সমাবেশ, মা সমাবেশ ও স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা নিয়মিত হয় না। এর ফলে কোন অভিভাবকের সাথে শিক্ষকদের শিক্ষা সর্ম্পকে মত

বিনিময়ের সুযোগের অভাব দেখা যায়। এর ফলে ক্লাশে শিক্ষার্থীর অনুপস্থিতি বৃদ্ধি পায়।

১৫। পিটিআই -এর সি ইন এড কোর্সে পরিক্ষার ফলাফলে মেধানুযায়ী বিভিন্ন (১ম বিভাগ, ২য় বিভাগ, ৩য় বিভাগ) উল্লেখ থাকলেও ১ম বিভাগ বা ২য় বিভাগ প্রাপ্ত শিক্ষকদের আলাদা কোন মূল্যায়ন করা হয় না। ফলে তারা কর্মক্ষেত্রে প্রেষণা পায় না।

সুপারিশ

উপর্যুক্ত সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য নিম্নের সুপারিশগুলো গ্রহণ করা যেতে পারে:

১। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ২০০০ সালের মধ্যে সবার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে যে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়, তার মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল শিক্ষক ছাত্র অনুপাত ১ ঃ ৪০ এ নামিয়ে আনার জন্য শিক্ষক সংখ্যা বৃদ্ধি ও বিদ্যালয় গৃহ সম্প্রসারণ।[১৭] তাই এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে পর্যাপ্ত শিক্ষক নিয়োগসহ স্কুল গুলোতে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ করতে হবে।

২। সঠিক শিক্ষানীতি প্রণয়নের ভিত্তিতে পাঠ্য পুস্তক প্রবর্তন করা।

৩। ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়মিত স্কুলে উপস্থিতির জন্য টিফিনের ব্যবস্থা করা উচিত।

৪। শ্রেণীর পাঠ দানের সময় বাড়াতে হবে। ৩৫ মিনিটের পরিবর্তে ৪৫ বা ৫০ মিনিট পাঠদানের সময় করা যেতে পারে।

৫। অভিভাবক সমাবেশ, মা সমাবেশ, স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা নিয়মিত করে শিক্ষার ব্যাপারে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। তাহলে ক্লাসে শিক্ষার্থীদের অনুপস্থিতির হার কমবে।

৬। পিটি আই প্রশিক্ষণের সময় স্কুলে পাঠদানের জন্য যেসব উপকরণের কথা বলা হয় প্রশিক্ষণের পর সেসব উপকরণ গুলো সরবরাহ করা উচিত।

৭। পাঠ পরিকল্পনার উপর আরো প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

৮। বক্তৃতা, আবৃতি বিতর্কের বিষয় ও বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা যাতে বছরের প্রথমে নির্ধারণ করে দেওয়া হয় সে জন্য সব স্কুলের প্রধান শিক্ষককে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে।

৯। শিক্ষকদের বেতন স্কেল বৃদ্ধি এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুযায়ী বেতন স্কেল নির্ধারণ করতে হবে। তাহলে উচ্চ শিক্ষিত লোকও এই পেশায় আসতে আগ্রহী হবে।

১৭। প্রফেসর ডঃ মোঃ আনোয়ারুল আজিজ, প্রফেসর মোঃ তবারক-উল-ইসলাম, সম্পাদনায় প্রফেসর (ডঃ) মোঃ আনোয়ারুল হক, সি-ইন-এড প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা পরিচিতি, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা, ২০০২, পৃঃ ২৪

১০। পিটিআই প্রশিক্ষণে যারা অসাধারণ মেধার পরিচয় দিয়ে থাকেন তাদের আলাদা ইনসেনটিভ দেওয়ার কথা ভাবা যেতে পারে।

১১। স্কুলের দাপ্তরিক কাজ সম্পাদনের জন্য প্রতি স্কুলে একজন করে অফিস সহকারী নিয়োগ করা যেতে পারে।

১২। স্কুলে পাঠদানের পরিবেশ যাতে অনুকূল থাকে, সে ব্যাপারে স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটিকে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে হবে।

উপসংহার

জাতীয় জীবনে প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব অত্যধিক। দেশের সব মানুষের শিক্ষার আয়োজন এবং জনসংখ্যাকে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলার অনন্য ধাপ প্রাথমিক শিক্ষা । আর প্রাথমিক শিক্ষাকে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে পি. টি আই অদ্যাবধি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। প্রাথমিক শিক্ষা পরবর্তী সকল শিক্ষা স্তরের ভিত্তি সৃষ্টি করে বিধায় পি টি আই ট্রেইনিং -এর মাধ্যমে যথাযথ মানসম্মত শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রয়াস চালানো হচ্ছে। তাই প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বিরাজমান সমস্যা দূর করে একে জাতির শিক্ষার স্বার্থে নিয়োজিত করতে হবে। বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে পরিবর্তনশীল বিশ্বের সাথে খাপ খাইয়ে চলার জন্য বাংলাদেশের প্রাইমারী ট্রেইনিং ইনস্টিটিউটগুলোতে যেমন যুগোপযোগী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে, তা ব্যবহার করে প্রাথমিক স্তরে মানসম্মত শিক্ষা প্রদানের জন্য শিক্ষকদেরকেই অগ্রণী ভূমিকা রাখতে হবে। এ জন্য একদিকে শিক্ষকদের যেমন আন্তরিক হতে হবে অন্যদিকে সরকারকেও শিক্ষকদের সার্বিক সহযোগিতায় এগিয়ে আসতে হবে এবং পাশাপাশি সমাজের সকল স্তরের লোকদের বিশেষ করে যারা প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রশাসনের সাথে ও বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনার সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত, তাদেরকে আরোও সহযোগী হতে হবে। কারণ উপযুক্ত ও অনুকূল পরিবেশে শিক্ষক ও অভিভাবকদের তত্ত্বাবধানে যদি একটি শিশু বেড়ে উঠে, তাহলে সে একদিন যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠবে।

গ্রন্থ নির্দেশিকা:

১। Ahmed, Ahbab, (1997), "Editorial" ***Cota Bulletin***, July-December Vol.2, No 1, PP 2-3.

২। Alam, Dr. Mahmudul, PROSHIKHYAN, (1999), ***A Journal of Training and Development,*** Vol. 7, No. 2, July-December, (Bangladesh Society For Training And Development). P-37

৩। Caldwell, Lynton K., (1962), ***Improving the Public Service Through Training*** (Washington, D.C.: AID) P-3

৪। Sabine, George H & Thorson, Thomas L., Fourth Edition, (1973), ***A History of Political*** Theory, Oxford & I B H Publishing Co. Pvt. LTD. 66, Janpath, New Delhi, Indian Edition, P-68.

৫। Shafritz, Jay M., Hyde, Albert C. & Rosenbloom, David, H. (1981), ***Personnel Management in government. Politics & Procss.*** MARCEL DEKKER Inc. 270 Madison Avenue, Newyork, P-353

৬। Strausset, A et. al. (1971), ***Personnel-The Human Problems of Management*** (New Delhi:, P-511,

৭। অন্বেষা, (১৯৯৭), খুলনা বিভাগীয় প্রাথমিক শিক্ষা ত্রৈমাসিক মুখপত্র, কাকলী প্রেস, ৩ আহসান আহমেদ রোড়, খুলনা, মার্চ, পৃঃ ১

৮। আজিজ, প্রফেসর ডঃ মোঃ আনোয়ারুল ও ইসলাম, প্রফেসর মোঃ তবারক-উল, (২০০২), সম্পাদনায় প্রফেসর (ডঃ) মোঃ আনোয়ারুল হক, সি-ইন এড প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা পরিচিতি, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা, পৃঃ ২৪

৯। আলী, মোঃ রজব ও বিল্লাহ, মোঃ মুসতাঈন, (এপ্রিল ২০০২), সি-ইন-এড প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা ঃ নীতি, কৌশল ও সংগঠন, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা, সরকার প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং, ২৪ লারমিনি ষ্ট্রিট, ওয়ারী, ঢাকা, পৃঃ ৬৮

১০। ইসলাম, প্রফেঃ মোঃ তবারক-উল, আজিজ, প্রফেসর ডঃ মোঃ আনোয়ারুল, (২০০২), সি-ইন-এড প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা পরিচিতি, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা, পৃঃ ২১।

১১। উদ্দীন, মুহাম্মদ আয়েশ, (১৯৯৮), রাষ্ট্রচিন্তা পরিচিতি, আইডিয়াল লাইব্রেরী, ঢাকা, অষ্টম সংস্করণ, আগষ্ট, পৃঃ-৭৫

১২। খান, লুৎফর রহমান, ও মহিউদ্দিন, এ. এইচ. এম. সম্পাদনায়ঃ ইসলাম, প্রফেসর মুঃ রিয়াজুল, (এপ্রিল ২০০২), সি.ইন.এড প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব এবং বিভিন্ন দেশের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা, পৃঃ ৮৬

১৩। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার; গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানঃ আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় (১৯৯৮ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত সংশোধিত), পৃঃ- ৫, ৬

১৪। জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী, পরিমার্জিত সি-ইন-এড শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকভিত্তিক প্রাক-প্রশিক্ষণ কর্মশালা ও প্রশিক্ষণ কোর্স-২০০২, (নেপ), ময়মনসিংহ, পৃঃ ১

লেখকদের জন্য জ্ঞাতব্য

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা (ইতোপূর্বেকার ষান্মাসিক প্রশাসন সমীক্ষা) বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের বাৎসরিক বাংলা সাময়িকী। প্রতি বাংলা সনের কার্তিক মাসে এটি প্রকাশিত হয়। এতে সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ক মৌলিক ও গবেষণামূলক নিবন্ধ, গবেষণা টীকা ও পুস্তক সমালোচনা মুদ্রিত হয়ে থাকে। তবে লোক-প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা ও প্রশিক্ষণ বিষয়ক লেখা অধিক গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত হয়।

- প্রবন্ধটি মৌলিক এবং অন্য কোন জার্ণাল বা সাময়িকী, সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়নি বা প্রকাশের জন্য প্রেরিত হয়নি, এ-মর্মে প্রবন্ধ জমা দেয়া বা প্রেরণের সময় একটি লিখিত বিবৃতি প্রদান করতে হবে।
- লেখা মান সম্পন্ন সাদা কাগজে (রিপোর্ট সাইজ) পর্যাপ্ত মার্জিন রেখে এক পৃষ্ঠায় ১২ ফন্টে ডাবল স্পেসে কম্পিউটারে মুদ্রিত হতে হবে। মূল পাণ্ডুলিপির সঙ্গে অবশ্যই কম্পিউটার ডিস্কেটে প্রবন্ধ প্রেরণ করতে হবে। কম্পিউটার কম্পোজের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত ফন্টের ব্যবহার অনুসরণ করতে হবে :
- বাংলা কম্পোজ : "বিজয়-সুতন্নি এমজে" ফন্ট।
- ইংরেজী কম্পোজ : " টাইমস নিউ রোমান" ফন্ট।
- প্রেরিতব্য কম্পিউটার ডিস্কেটের কভারে লেখকের নাম, প্রবন্ধের নাম এবং সংশ্লিষ্ট ফাইলের নাম উল্লেখ করতে হবে।
- প্রবন্ধে বাংলা একাডেমী অনুমোদিত বানান পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।
- মূল কপিসহ পাণ্ডুলিপির ২ (দুই) প্রস্ত (পরিচ্ছন্ন কপি) সম্পাদকের বরাবরে পাঠাতে হবে। প্রবন্ধের উপর আলাদা কাগজে (কভারপেজ) প্রবন্ধের শিরোনামসহ লেখকের নাম, পদবী ও ঠিকানা উল্লেখ করতে হবে, প্রবন্ধের কোথাও লেখকের নাম উল্লেখ করা যাবে না।
- ভিন্ন কাগজে লেখকের সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত প্রবন্ধের সাথে সংযুক্ত করতে হবে।
- প্রত্যেক লেখার সাথে অবশ্যই প্রবন্ধের সংক্ষিপ্তসার (Abstract) ইংরেজীতে অনধিক ১৫০ শব্দের মধ্যে প্রেরণ করতে হবে।
- প্রবন্ধের পাদটীকায় ও তথ্যপঞ্জিতে লেখক, গ্রন্থস্থান, প্রকাশক, বছর ও পৃষ্ঠা এবং সাময়িকীর ক্ষেত্রে লেখক, প্রবন্ধের নাম, সাময়িকীর নাম, খণ্ড ও ইস্যু সংখ্যার বছর ও পৃষ্ঠা প্রচলিত প্রমিত নিয়ম (Standard) অনুসারে উল্লেখ করতে হবে।
- লেখা প্রকাশিত হলে লেখক পত্রিকার ২ কপি ও প্রবন্ধের ২৫ কপি অনুলিপি বিনামূল্যে পাবেন।
- প্রাপ্ত প্রবন্ধটি প্রকাশের ক্ষেত্রে সম্পাদনা পর্যদ -এর সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে এবং অমনোনীত প্রবন্ধ ও ডিস্কেট সাধারণত লেখককে ফেরৎ দেয়া হয় না, তবে বিশেষ প্রয়োজনে ফেরৎ পেতে হলে এতদসংক্রান্ত যাবতীয় ব্যয়ভার লেখককে বহন করতে হবে।
- মুদ্রিত প্রবন্ধের ক্ষেত্রে প্রতি মুদ্রিত পৃষ্ঠার (৩০০ শব্দের পৃষ্ঠা) জন্য লেখককে ২০০ (দুইশত) টাকা হারে সম্মানী প্রদান করা হবে।

প্রকাশনা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কর্তৃক প্রকাশিত এবং তিথি প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং, ২২০/১ ফকিরাপুল, ঢাকা-১০০০থেকে মুদ্রিত।